দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN 0 1 2006 ...
পৃষ্ঠা 20

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম লংঘন অর্থ ছাড় বন্ধ রেখেছে মঞ্জুরি কমিশন

মিজানুর রহমান ॥ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক প্রশাসনে লাগামহীন অবস্থা। পূর্বানুমতি ছাড়া নতুন বিভাগ খোলা, এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় এবং বিভিন্ন সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টদের অভিমত। নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে এ অবস্থা সৃষ্টির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কোন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অর্থ ছাড় করছে না। ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে। অন্য খাত থেকে অর্থ এনে বেতনভাতা প্রদান করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। (১৯শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের

(২০শ পৃঃ পর)

জানা গেছে, বিভিন্ন অনিয়মের কারণে মঞ্জুরি কমিশন চলতি বছরের চতুর্থ কিস্তির অর্থ আটকে দিয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এপ্রিল মাসে এ অর্থ পায়। কিন্তু এপ্রিল ও মে মাস শেষ হলেও এ পর্যন্ত অর্থ পায়নি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ফলে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতনভাতা প্রদান করতে সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, চতুর্থ কিস্তিতে তাদের পাওনা ২৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। এ টাকা ছাড় না হওয়ায় বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ এনে এপ্রিল মাসের বেতনভাতা তারা পরিশোধ করেছেন। তবে মে মাসের বেতনভাতার যোগান কিভাবে হবে তা নিয়ে তারা বেশ চিন্তিত।

সূত্রমতে, বছরের পর বছর নিয়মনীতি লঙ্ঘন করার অভিযোগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন মাঝে মাঝে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে মামুলি সতর্কপত্র দিয়েছে। তবে খুব একটা লাভ হয়নি। সর্বশেষ সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মঞ্জুরি কমিশনের পাঠানো পত্রে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক বিশৃংখলার কারণে বাজেটে কোন ঘাটতি সৃষ্টি হলে সরকার (কমিশন) তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসন্ন বাজেটে এ ব্যাপারে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে। গত ২৩ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, বাংলাদেশ কৃষি, কুষ্টিয়া ইসলামী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খুলনা এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটে এ পত্র দেয়া হয়। ১৪ দফা নির্দেশনা সম্বলিত ওই পত্রে আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেট প্রণয়ন এবং চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট তৈরীর ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সংখ্যার চেয়ে বেশি নিয়োগ দিলে জবাবদিহি করতে হবে। বাজেট বরাদ্দের বাইরে সব ধরনের নিয়োগ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বেতন পেনশন ও অন্যান্য খাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ খাত পরিবর্তন করে ব্যয় বন্ধ করতে হবে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ও পরিবহনের সেবামূলক সার্ভিসের জন্য সুবিধা ভোগকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের
কাছ থেকে ওয়াসা, পিডিবি, টিএন্ডটি ইত্যাদি সে
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমপরিমাণ বিল আদা
করতে হবে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন প্রক
সাবসিডি প্রদান ও ভর্তুকি দেয়া যাবে না। কোনভাবে
পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বিল, আয়ক
পৌরকর ও অন্যান্য কর বকেয়া রাখা যাবে না। নত
নতুন বিভাগ খোলার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দে
হয়েছে পত্রে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থি
ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্কুল-কলেজগুলোকে নিজ
জনবলের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য বলা হয়েছে
অভিযোগ রয়েছে, প্রথম বর্ষের ভর্তি ফরম বিক্রি থে
লব্ধ কোটি কোটি টাকার হিসাব কেন্দ্রীয় তহবিলে জ
হয় না। এ বছর ভর্তি ফরম বিক্রির টা
বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয় হিসেবে অন্তর্ভু
করতে বলা হয়েছে। সর্বোপরি কমিশনের পত্রে রাজ
ব্যয়ের উপর সব ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনের নির্দে
দিয়ে বলা হয়, শুধু বিদ্যমান জনবলের ভিত্তিতে বরা
নির্ধারণ করা হয়েছে। বরাদ্দের বাইরে কোন নিয়ো
বা আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়নি।

ইতিপূর্বে ২০০৩ সালেও মঞ্জুরি কমিশন স
বিশ্ববিদ্যালয়কে একইভাবে ১৩ দফা নির্দেশ
দিয়েছিল। সরকারের আদেশে, পরবর্তীতে ২০০
এবং ২০০৫ সালেও একই নির্দেশনা জারি করা হয়
কিন্তু অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই কমিশনের ও
নির্দেশনা লঙ্ঘন করেছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে
চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামান বলে
উচ্চশিক্ষার যথার্থ মান উন্নয়ন
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক শৃংখলা থাকতে হবে
এ জন্য বাজেট ঘাটতি রোধে তাদের আন্তরিক হ
হবে। তিনি বলেন, সত্যিকারের গবেষণা এব
শিক্ষার মান উন্নয়নে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হ
তা দিতে সরকার পিছপা হবে না
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে কমিশন সব সময় ভা
সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় বলে তিনি উল্লেখ করেন